প্রথম আলো

তারিখ ... 9 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

কংকালসার শারীরিক শিক্ষা কলেজ

মো. কামরুজ্জামান, ময়মনসিংহ ●

লম্বা ঘাসে ঢেকে আছে গেটটা কলেজ চত্বর। সেখানে গরু-ছাগল ছেড়ে বেড়াচ্ছে। ঘাস কাটার যন্ত্র না থাকায় নিয়মিত মাঠ পরিচার করা যাচ্ছে না। মাঠের বদলে শিক্ষার্থীরা শারীরিক কসরত ক্লাস করেন ব্যায়ামাগারের ভেতরে। আবাসনসুবিধা না থাকায় ছাত্র হোস্টেলের তৃতীয় তলায় ছাত্রীদের থাকতে হচ্ছে। ১০ একর জমির ওপর স্থাপিত কলেজ ক্যাম্পাসের রাত্রিকালীন নিরাপত্তারক্ষায় মাত্র দুজন নৈশপ্রহরী রয়েছেন। এ চিত্র ময়মনসিংহ শারীরিক শিক্ষা কলেজের।

কলেজটিতে দশজন শিক্ষক থাকার কথা। আছেন দুজন শিক্ষক, প্রেষণে এসেছেন একজন। প্রধান অফিস সহকারীসহ ২১টি পদের মধ্যে আটটি পদই এখনো শূন্য। অথচ গত জুনে কলেজটিতে ৫৯ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রী আছেন ১১ জন। প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ না দেওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনায় নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন।

কলেজ-সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দক্ষ শারীরিক শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশের ছয়টি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মধ্যে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার সত্রাশিয়া গ্রামে কলেজটি স্থাপিত হয়েছে। ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর কলেজটির উদ্বোধন করা হলেও এবারই প্রথম ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। ১০০ শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ থাকলেও চলতি বছরের জুনে প্রথম শিক্ষাবর্ষে ৫৯ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। ১০ মাসের কোর্সে পাঠদান শেষে শিক্ষার্থীদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১০ সালের এপ্রিলে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। সে লক্ষ্যে ১ জুলাই থেকে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের পাঠদান শুরু হয়েছে। কিন্তু আটটি বিষয়ের ওপর নিয়মিত তিনটি ক্লাস ছাড়াও সকাল সাতটা থেকে বিকেল ছয়টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ব্যায়াম, প্যারেড, খেলাধুলা ও নিয়ম-শৃঙ্খলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন একজন প্রভাষক। অবশ্য এ অবস্থা দূর করতে বর্তমানে রাজশাহী কলেজ থেকে একজন শিক্ষককে প্রেষণে আনা হয়েছে।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা গেছে, সীমানাপ্রাচীরসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের তিন বছরের মাথায় রং উঠে গিয়ে প্রায় পরিত্যক্ত এলাকায় রূপ নিয়েছে কলেজটি। সীমানাপ্রাচীরের বাইরের দিকের মাটি সরে যাওয়ায় যেকোনো সময় দেয়ালটি ধসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কলেজছাত্রী হোসনীন আক্তার বলেন, মেয়েদের জন্য আলাদা আবাসিক ব্যবস্থা না থাকায় আমাদের ছাত্রদের আবাসিক ভবনের তৃতীয় তলায় থাকতে হচ্ছে।

ছাত্র হাফিজুল ইসলাম জানান, মাত্র এক মাস ক্লাস হওয়ার পর কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। খোলার পরও যদি একজন শিক্ষকই তাঁদের ক্লাস নেন, তবে তাঁদের ফলাফল কী হবে, তা নিয়ে তাঁরা চিন্তিত।

কলেজের নৈশপ্রহরী এমদাদুল হান্নান জানান, ১০ একর জমির ওপর স্থাপিত কলেজটিতে ১০টি ভবনের দেখভাল করতে তিনিসহ মাত্র দুজন নৈশপ্রহরী রয়েছেন। বেশির ভাগ সময় বিদ্যুৎ থাকে না। গত বছর একটি ট্রান্সফরমার চোরে নিয়ে গেছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'শুধু হারিকেন জ্বালিয়ে কি ডিউটি করা যায়?'

কলেজের হিসাবরক্ষক কাওসার উদ্দিন জানান, মুক্তাগাছা পৌর সদর থেকে দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এ কলেজে গ্যারেজ ও চালক থাকলেও নেই কোনো পরিবহন-ব্যবস্থা।

ময়মনসিংহ শারীরিক শিক্ষা কলেজের অধ্যক্ষ হোসনে আরা বানু প্রধান জানান, 'ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত এ কলেজের কার্যক্রম মাত্র শুরু হয়েছে। ছাত্রী হোস্টেলসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ঊর্ধ্বতন মহলে চেষ্টা চালাচ্ছি।'